20 APR 2016

দৈনিক
ইত্তেফাক

পত্রিকার পাতায় মডেল প্রশ্ন ছাপা হওয়া কি উচিত

মাছুম বিল্লাহ

আমরা লক্ষ্য করেছি বাংলা জাতীয় পত্রিকাগুলোর প্রায় সবকটিই বিভিন্ন ধরনের মডেল প্রশ্ন নিয়মিতভাবে ছেপে থাকে। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতও প্রকাশিত হতে দেখেছি। কেউ বলছেন, এটি সরাসরি নোট, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা নষ্ট করছে। জাফর ইকবাল স্যার বলছেন এবং বেশ কয়েকবার লিখেছেন যে, আমরা সৃজনশীলতার কথা বলছি, নোট,গাইড বন্ধ করার কথা বলছি অথচ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় নিয়মিতভাবে এই নোট ছাপা হচ্ছে। এটি একটি বিপরীতমুখী কাজ।

পত্রিকাগুলো এ ধরনের মডেল প্রশ্ন ছাপে কেন? প্রথমত, একটি পত্রিকা সমাজের প্রায় সব শ্রেণির পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুবকদের একটি বিরাট অংশ খেলাধুলা পছন্দ করে, তাই দেখা যায় পত্রিকার বিশাল অংশ জুড়ে ৪-৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খেলাধুলার খবরেই ভর্তি থাকে। দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে চল্লিশ লাখের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের মধ্যে হয়তো সবাই খেলাধুলা এত বেশি পছন্দ করে না। তাদের জন্য শিক্ষাবিষয়ক বিশেষ করে তাদের পাঠ্যবই ও পরীক্ষা সংক্রান্ত পাঠ থাকা উচিত। সম্ভবত এই দায়বোধ থেকেই পত্রিকাগুলো মডেল প্রশ্ন ছেপে থাকে, আর অর্থনৈতিক একটি বিষয় তো আছেই। পত্রিকায় মডেল প্রশ্ন ছাপা হলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের পত্রিকা হাতে নেয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে, অন্যদিকে তাদের পাঠ সংক্রান্ত বিষয় খুঁজতে গিয়ে পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের দেশি ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়গুলোতে চোখ বোলাতে পারবে এবং একসময় এসব বিষয়গুলোতে তাদের আগ্রহ জন্মাবে।

পত্রিকার পাতায় প্রশ্নপত্র ছাপা হওয়ার আর একটি বিশেষ উপকারিতা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এই প্রশ্নপত্র প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষকদের তৈরি করা প্রশ্নপত্র দেখেন তখন একটি বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রসারিত ও অনেকটা স্পষ্ট হয়। শুধুমাত্র পাঠ্যবই কিংবা একটি সহায়ক বই অনেক বিষয়ে তাদের ধারণাকে স্পষ্ট করতে পারে না। তাদের নিজস্ব বিদ্যালয়ে যেটি হয়ে থাকে তা হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু পাবলিকেশনের গাইড তারা অনুসরণ করেন। ঐ বইয়ে নির্দিষ্ট একজনের মত বা তার ধারণভঙ্গি ও স্টাইল অনুসরিত হয়। আর স্কুল কিংবা শিক্ষক তাদের ঐ বইটি কিনতে বাধ্য করে। কিন্তু পত্রিকার যেসব মডেল প্রশ্ন সেগুলো বিভিন্ন জনের এবং নোট ও গাইড থেকে অনেকটাই আলাদা।

বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করছেন এবং তার সাথে পরিচিত হচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক মেধাবী শিক্ষক তাদের উদ্ভাবিত বিষয়গুলো জাতিকে জানাতে পারছেন। তারা প্রতিশ্রুতিশীল, মেধাবী ও সৃজনশীল শিক্ষক। সমাজ হয়তো তাদের চিনতে পারেনি বা সেভাবে শনাক্ত করতে পারেনি। তাদের চমৎকার মেধা , মনন ও সৃজনশীলতা উদ্ভাবিত হওয়ার এবং প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ হয়তো পূর্বে হয়নি। দু'চারজন শিক্ষক যারা উঠে এসেছেন অনেক সংগ্রাম করে তাদেরকে হয়তো সমাজ হিসেবে নিচ্ছে। বাকি সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকেই সব জায়গায় কাজে লাগানোর একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অনাবিষ্কৃত মেধাসম্পন্ন শিক্ষকরা এসব পাতায় লিখে থাকেন। আমি পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ঘেঁটে দেখেছি । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপক ব্যবহার করে প্রশ্নপত্র তৈরি করছেন। এতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। আবার এটিও দেখেছি কিছু কিছু শিক্ষক গাইড বা টেস্ট পেপারসের প্রশ্ন সরাসরি তুলে দিচ্ছেন মডেল প্রশ্নপত্রে। এ ব্যাপারটি যাতে না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও পত্রিকার সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আরও সচেতন ও তৎপর হতে হবে। তাহলে বিষয়টি আরও মানসম্পন্ন ও জনপ্রিয় হবে। পত্রিকাগুলো এজন্য বিষয়ভিত্তিক একটি বিশেষজ্ঞ টিমও গঠন করতে পারে। দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল-মাদ্রাসার সংখ্যা ২৮ হাজারের মতো। এর মধ্যে মাত্র ৩১৭টি স্কুল সরকারি আর দু'চারটা মাদ্রাসা সরকারি, বাকি সবগুলোই পরিচালিত হয় বেসরকারি পর্যায়ে। সেখানকার শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষকরা পত্রিকার এসব প্রশ্নপত্র দ্বারা বিশ্লেষভাবে উপকৃত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা আলাদা। তারা নিজেরাই গবেষক এবং অধিকাংশই মেধাবী। কিন্তু আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা অনেকটাই বেহাল। তাই বাংলা পত্রিকাগুলো আরও আকর্ষণীয়ভাবে, সৃজনশীল উপায়ে এবং আরও উপাদেয় করে শিক্ষা পাতাটিকে উপস্থাপন করতে পারে। এতে করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। এ বিষয়ে দু একটি গবেষণা বা সমীক্ষাও চালাতে পারে। তবে, হুবহু নোট ও গাইড ছাপানো মডেল প্রশ্নসমূহ যাতে ছাপা না হয় সেদিকে পত্রিকাগুলোকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য আবারো অনুরোধ করছি।

● লেখক: শিক্ষা গবেষক